সাংখ্য সৎকার্যবাদ

সাংখ্য কার্য-কারণ তত্ত্বের নাম সৎকার্যবাদ। সাংখ্য তত্ত্ববিদ্যা বিশেষ করে সাংখ্য প্রকৃতি তত্ত্ব এই সৎকার্যবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সৎকার্যবাদ কার্য ও তার উপাদান কারণের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে কোনরূপে বিদ্যমান থাকে কিনা এই বিষয়ে যে সমস্যা তার সমাধানে যে চারটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে সাংখ্য দার্শনিকদের সৎকার্যবাদ অন্যতম।

সাংখ্যাচার্যগণের মতে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে নিজের উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। সৎবস্তু থেকে সৎ বস্তুর উৎপত্তি হয় (সতঃ সজ্জায়তে)। এই মতে কারণ কার্যের অব্যক্ত অবস্থা। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে অব্যক্ত বা সূক্ষ্মভাবে থাকে বলে কেউ তা দেখতে পায় না। কারণে কার্য কখনও অসৎ নয়, কার্য কারণেরই পরিণাম। কার্য নতুন আরম্ভ বা নতুন সৃষ্টি নয়। দুগ্ধ থেকে যখন দধি উৎপন্ন হয়, তখন দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হয়, দধি নতুন সৃষ্টি নয়। দধি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে দুগ্ধের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, পরে তা দধিরূপে ব্যক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে যদি উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে কার্যের উৎপত্তি কি ?

এর উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন, অব্যক্ত কার্য ব্যবহারের অনুপযোগী। সুতরাং তার থাকা না থাকাই সমান। মৃত্তিকাতে ঘট থাকলেও তার অভিব্যক্তি ছাড়া তার দ্বারা জল আনয়নাদি ক্রিয়া সম্ভব নয়। তাই কার্যের অভিব্যক্তির জন্য কার্যের উৎপত্তির প্রয়োজন আছে। তাই সাংখ্যকারদের মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ, বিনাশের পরেও সৎ। তাঁরা আরও বলেন, অসৎ-এর উৎপত্তি হয় না এবং সৎ-এর বিনাশও হয় না। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে বলা হয়েছে - 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'।

সৎকার্যবাদের সমর্থনে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার নয় নম্বর শ্লোকে কতকগুলি হেতু বা যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলি হল নিম্নরূপ -

অসদকরণাদুপদানগ্রহনাৎ সর্বসম্ভবাভাৎ।

শক্তস্য শক্য করনাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম।। এই শ্লোকে সৎকার্যবাদের সমর্থনে মোট পাঁচটি যুক্তি দেখানো হয়েছে। এগুলি হল ঃ অসৎকরনাৎ, উপাদান গ্রহনাৎ, সর্বসম্ভবাভাবাৎ, শক্তস্যশক্তকরনাৎ ও কারণভাবাৎ।

প্রথমতঃ অসৎকরনাৎ ঃ যা নেই তার উৎপত্তি হয় না। উপাদান কারণে উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা না থাকলে শত চেষ্টাতে তার উৎপত্তি সম্ভব নয়। শত সহস্র শিল্পীর চেষ্টাতেও নীল বর্ণ কখনও পীত হয় না। যা অসৎ, তা চিরকালই অসৎ। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়। যেমন শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম ইত্যাদি। কারণের মধ্যে কার্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে বলে তার উৎপত্তির প্রশ্ন আসে। সৎবস্তুরই অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। যেমন তিলকে পেষণ করলে তৈল, ধানকে আঘাত করলে চাল, গাভীকে দোহন করলে দুগ্ধ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কারণে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি কোথাও দৃষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়তঃ উপাদান গ্রহনাৎ ঃ কোন কিছু উৎপন্ন করতে হলে সে বস্তুর উপাদান গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ উপাদান কারণ থেকে বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি হয়। মৃত্তিকা থেকে ঘট, তন্তু থেকে পট বা বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, কার্য তার উপাদান কারণে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। যদি উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অবিদ্যমান থাকত, তাহলে যে কোন বস্তু থেকে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হতে পারত। যিনি দধি প্রার্থী তিনি ধানকে উপাদান কারণরূপে সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন না।

তৃতীয়ত ঃ সর্বসম্ভবাভাবাৎ ঃ একই উপাদান কারণ থেকে সকল বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। কারণের সাথে অসংযুক্ত কার্যের যদি উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহলে সকল কারণ হতে সকল কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হত। কিন্তু তা হয় না। তৃণ-ধূলি-বালুকাদি হতে রৌপ্য-স্বর্ণ-মণি-মুক্তাদি কখনও জন্মে না। সুতরাং কারণের মধ্যে কার্যের অবস্থান এবং কার্যের সাথে সম্বন্ধজন্য কারণ হতে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়।

চতুর্থত ঃ শক্তস্য শক্যকরণাৎ ঃ 'শক্ত' শব্দের অর্থ 'শক্তিযুক্ত' অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির সামর্থযুক্ত। আর 'শক্য' শব্দের অর্থ 'যা করতে পারা যায় এমন উৎপাদনযোগ্য বস্তু'। বীজে অঙ্কুররূপ কার্যের শক্তি নিহিত থাকে বলে বীজের শক্য অঙ্কুর। অসক্ত কারণ হতে অশক্য কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয় বলে শক্ত কারণ হতে শক্য কার্যের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। যেমন কুম্ভকার শক্ত উপাদান মৃত্তিকা থেকে শক্য ঘট প্রস্তুত করেন। আসলে শক্তি হল সংযোগ-এর ন্যায় উভয় আশ্রয় সম্বন্ধ বিশেষ। সুতরাং তা শক্যের অভাবে থাকতে পারে না। অতএব, শক্ত কারণে শক্য কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

পঞ্চমত ঃ কারণভাবাৎ ঃ কার্যটি কারণের স্বরূপ অর্থাৎ কারণ থেকে বস্তুত অভিন্ন। কারণটি যে জাতীয়, কার্যটিও সে জাতীয়ই হবে, অন্য জাতীয় নয়। যেমন ধান থেকে ধান, যব হতে যব উৎপন্ন হবেই। যব থেকে কখনও ধান, কিংবা ধান থেকে কখনও যব উৎপন্ন হয় না। কারণটি যদি সৎ হয়, তবে কার্যও সৎ। কেননা সৎ ও অসতের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সম্ভব নয়। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

কার্য সৎ ঃ যার উৎপত্তি হয় বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয় তাই কার্য। 'সৎ' শব্দের অর্থ বিদ্যমান থাকা। কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে ও পরে বিদ্যমান থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কার্যটি কারণে সূক্ষ্মরূপে বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, উৎপত্তি হলে তা ব্যক্ত হয়। এইভাবে পাঁচটি হেতু বা যুক্তির সাহায্যে সাংখ্যকারিকাকার সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ কার্য যে উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে তাই প্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তিগুলিকে নিম্নরূপভাবেও ব্যক্ত করতে পারি -

১) উপাদান কারণে কার্য যদি সত্যই অনুপস্থিত থাকতো, তবে কুম্ভকারের মত কোন কর্তাই শত চেষ্টা করেও কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন করতে পারতো না। কোন মানুষ কি তিক্তকে মিষ্ট দ্রব্যে পরিণত করতে পারে ? শ্বেতবর্ণকে কি রক্তবর্ণে পরিণত করা সম্ভব ? সুতরাং কারণ থেকে যখন কার্য উৎপন্ন হয়, তখন কার্য কারণেই ছিল, একথাই মানতে হয়। কুম্ভকারের মত নিমিত্ত কারণ যে কার্য উপাদান কারণে প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে প্রকট করে মাত্র। মাটিতে যে মৃৎপাত্র প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, কুম্ভকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাকেই স্পষ্টরূপ দেয়।

২) উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের অপরিহার্য সম্বন্ধ। কোন উপাদান কারণ একমাত্র সেই বস্তুই উৎপন্ন করতে পারে যার সঙ্গে তার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। যে কার্যের সঙ্গে কোন বিশেষ উপাদান কারণের কোন সম্বন্ধ নেই, সেই উপাদান কারণ কখনই সেই কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। কাঠ থেকে দই হয় না, দুধ থেকেই কেবল দই হয়। দই তৈরী হওয়ার আগে দুধে তার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব না থাকলে দই উৎপন্নই হতো না।

৩) একমাত্র বিশেষ কারণ থেকে বিশেষ কার্য উৎপন্ন হতে পারে। সুতো থেকে কাপড় হয়, তিল থেকে তৈল হয়। এতে মনে হয়, কার্য নিশ্চয় উপাদান কারণে কোন না কোন ভাবে থাকে। যদি তা না হতো তাহলে যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য উৎপন্ন হতে পারত। কুম্ভকার দুধ দিয়েই মৃৎপাত্র তৈরী করতে পারতো, আর সূত্রধর মাটি দিয়ে কাঠের টেবিল তৈরী করতে পারতো। তা কিন্তু পারে না।

৪) যে কারণে যে কার্যের সম্ভাবনা আছে, সে কারণ থেকেই সেই কার্যই কেবল পাওয়া যায় বলে একথা সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় যে, কার্য কারণে সম্ভাবনারূপে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ কারণে, যে কার্য সম্ভাবনারূপে বর্তমান, সেই কার্যই পরে প্রকাশিত ও প্রকটরূপে পেতে পারে।

৫) কার্য যদি সত্য সত্যই কারণে বিদ্যমান না থাকত, তবে কার্য উৎপন্ন হলে অসৎ থেকে সৎ হয়েছে, শূন্য থেকে কোন কিছুর আবির্ভাব হয়েছে, এমন অসম্ভব ও উদ্ভট কথা বলতে হত। তা কিন্তু সম্ভব নয়। সুতরাং কার্যের অস্তিত্ব কারণে স্বীকার না করে উপায় নেই।

৬) আমরা কোন কার্যকেই উপাদান কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না। উপাদান কারণ যদি থাকে, কার্যও নিশ্চয় থাকবে। আসলে কারণ ও কার্য একই দ্রব্যের প্রচ্ছন্ন ও প্রকট অবস্থা মাত্র। যে সূতো থেকে কাপড় তৈরী হয়, সেই সূতো থেকে কাপড় কি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে ? কাঠের টেবিল কি আসলে কাঠ নয় ? সোনার দুল কি সোনা ছাড়া অন্য কিছু ? এ সকল কথা চিন্তা করে সাংখ্য দার্শনিকগণ কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা কারণে থাকে - এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। এরই নাম সৎকার্যবাদ।

কার্য প্রসঙ্গে সাংখ্যমত একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজে বোঝানো যেতে পারে। কচ্ছপ তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করে, আবার তা সঙ্কুচিত করে নিজ দেহেই সন্নিবেশিত করে। এই প্রসারণ-সংকোচন যথাক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ থেকে যখন কার্য উৎপন্ন হয় তখন কারণের প্রসারণ লক্ষ্য করি, আর কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তার কারণে অবস্থিতি কারণের সঙ্কোচন অবস্থা সূচনা করে। সোজা কথায়, কার্য কারণের প্রসারিত অবস্থা, আর কারণ কার্যের সঙ্কুচিত অবস্থা।

সৎকার্যবাদের বিরুদ্ধে অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িকদের যুক্তিগুলি হল ঃ

১) কার্য সৎ হলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণের মধ্যে নিহিত থাকলে অর্থাৎ সৎ হলে 'কার্য উৎপত্তি' কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমরা বলি, 'মৃৎপিন্ড থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে', 'তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয়েছে', 'তন্তু থেকে পট উৎপন্ন হয়েছে' ইত্যাদি। কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি তার উপাদান করণে সৎ হয়, তাহলে 'কার্য উৎপন্ন হয়েছে' কথাটির কোন অর্থই থাকে না। মাটিতে যদি ঘট সৎ-রূপে বিদ্যমান থাকে, তাহলে 'মাটি থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে' কথাটির কোন অর্থ থাকে না। মাটিতে ঘটের অভাব থাকলে অর্থাৎ মাটিতে ঘট অসৎ হলে, তবেই অর্থসম্মতভাবে বলা যায় যে, 'মাটি থেকে ঘট উৎপন্ন হয়েছে'। তাই আমাদের মানতেই হবে কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্য অসৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে না।

২) কার্য কারণে নিহিত থাকলে অর্থাৎ সৎ হলে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হবে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ বা অভেদের সম্বন্ধ। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ দুটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মাটি ও ঘট এই প্রকারে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হলে তাদের উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ 'মাটি' অথবা 'ঘট' নামে অভিহিত করতে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা কেউই মাটিকে 'ঘট' নামে অথবা ঘটকে 'মাটি' নামে অভিহিত করি না। উপাদান কারণকে 'মাটি' নামে এবং উৎপন্ন কার্যকে 'ঘট' নামে অভিহিত করি। এই প্রকার কার্য ও কারণের প্রতি দুটি ভিন্ন নামের প্রয়োগ এটাই প্রমাণ করে যে, কারণ ও কার্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা অর্থাৎ কার্য অসৎ।

৩) কার্য কারণে বিদ্যমান থাকলে অর্থাৎ সৎ হলে কার্যের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কারণের দ্বারাও সেই একই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ঘট কার্য ও মৃত্তিকা কারণের দ্বারা একই প্রয়োজন সাধিত হয় না। ঘটের দ্বারা জল আনয়ন করা যায়, মৃত্তিকার দ্বারা তা সম্ভব নয়। মৃত্তিকা ও ঘটের দ্বারা একই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কাজেই মানতে হয় যে, মৃত্তিকার মধ্যে ঘট নিহিত থাকে না। কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে না, কার্য এক নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ ‘কার্য অসৎ’।

৪) কারণের মধ্যে কার্য নিহিত থাকলে, উপাদান কারণ থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই কার্যের উৎপত্তি হবে, নিমিত্ত কারণের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। মৃত্তিকার মধ্যে ঘট নিহিত থাকলে, স্বাভাবিক নিয়মেই ঘট উৎপন্ন হবে। নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। নিমিত্ত কারণের প্রয়োজনীয়তা এটাই প্রমাণ করে যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ ‘কার্য অসৎ’

৫) সাংখ্যমত অনুসরণ করে যদি কার্যকে কারণের ‘রূপান্তর’ বলে মনে করা হয় অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে আকারগত পার্থক্য স্বীকার করা হয়, তাহলেও সৎকার্যবাদের পরিবর্তে অসৎ কার্যবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ও কার্যের মধ্যে আকারগত পার্থক্য মানলে এটাও মানতে হয় যে, কারণের মধ্যে কার্যের আকারটি অসৎ ছিল বা বিদ্যমান ছিল না। আর তাই আকারগত পার্থক্য স্বীকার করলে এটাও মানতে হয় যে কারণ ও কার্য ভিন্ন, তাদের নাম ভিন্ন, তাদের প্রয়োজন-সাধনসামর্থ্য ভিন্ন অর্থাৎ বলতে হবে কারণ ও কার্য দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা - কারণে কার্য বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ ‘কার্য অসৎ’।

সৎকার্যবাদের দুটিরূপ - একটি পরিণামবাদ এবং অপরটি হল বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্য উৎপন্ন হয়, তখন কারণ সত্যিই কার্যে পরিণত হয়; দই ত দুধের সত্যিকারের পরিণাম। সাংখ্য পরিণামবাদে বিশ্বাসী। বিবর্তবাদ অনুসারে কারণের কার্যে রূপান্তর সত্যিকারের পরিণাম নয়, প্রতিভাত রূপ মাত্র। যখন আমরা অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন রজ্জু সত্য সত্যই সর্পে পরিণত হয় না, রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, কার্য কারণের পরিণাম নয়, প্রতিভাত রূপ বা বিবর্ত। অদ্বৈত মতে বস্তুত কারণের অতিরিক্ত কার্য নেই। সে কারণে অনেকে অদ্বৈত মতকে সৎকারণবাদ বলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, পরিণামবাদ সৎকার্যবাদের তাৎপর্য যথাযথভাবে ব্যক্ত করে না। কার্য যদি সত্যই কারণের পরিণাম হয়, তবে 'পরিণতি' কার্যের বেলায় একটি নতুন গুণ বলেই আমরা মানতে বাধ্য। এই গুণ কারণে ছিল না, একাথাও বলতে হয়। ফলে কার্য কারণে সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল, একথাই বলা যায় না। অর্থাৎ সৎকার্যবাদ মাঠে মারা যায়। আচার্য শংকর বলেছেন, প্রতিভাত কার্য কারণের বিবর্ত বা প্রতিভাত রূপ মাত্র। অর্থাৎ কারণই কার্যরূপে প্রতিভাত হয়। কারণের অতিরিক্ত কার্য নেই, শংকরের এই মত।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ